JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

MORALITY OF SUICIDE
বা আত্মহত্যার নৈতিকতা

Arpita Kanjilal
Assistant professor
Hooghly Mohsin College

কথায় বলে অনেক জন্ম সাধনার পর মনুষ্যজীবন লাভ করা যায়। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ সত্যিই এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল এই মানুষ যতই অমূল্য হোক না কেন, সে কিন্তু অমর নয়। মৃত্যুই আমাদের শেষ পরিণতি। এই মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের মনে এক অদ্ভুত ভীতি আছে, তারা মনে করে মৃত্যু যদি স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে, তাহলে হয়ত তা ততধিক যন্ত্রনাদায়ক হবে না। জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি রুপে যখন মৃত্যু হয়, তখন তা সম্পর্কে কোন নৈতিক প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু মৃত্যু সর্বদাই যে স্বাভাবিক রুপে হবে এমনটা নয়। অনেক সময় অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটানো হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্ন এসে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই। এই অস্বাভাবিক মৃত্যু বা আকস্মিক মৃত্যু কিন্তু চারভাবে ঘটতে পারে।

প্রথমত, ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক মৃত্যু। যেখানে কোন নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে না।

দ্বিতীয়ত, রেল দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা, যুদ্ধ ইত্যাদি কারনেও অনেকসময় বহু মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে। তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে। যদিও সেটি বিতর্কিত বিষয়।

তৃতীয়ত, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা বা খুন করা গর্হিত অপরাধ। এটি কোন রাষ্ট্রীয় আইন অনুমোদন করে না তো বটেই, তাছাড়াও মানবিক দিক থেকেও বিচার করলে এটি একটি গর্হিত অপরাধ। ঠিক এই কারনেই কোন ব্যক্তি ভ্রূণ হত্যা বা গর্ভপাত করালে, তা নৈতিক ভাবে সমর্থনযোগ্য কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাছাড়া কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে পারে, দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি সহজ শান্ত ইচ্ছা মৃত্যু কামনা করতে পারে, তবে সবক্ষেত্রেই এই সকল হত্যা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য কিনা তা বিস্তর আলোচনা ও বিচার্য বিষয়।

এখন ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানে যেকোনো ধরনের হত্যাই গর্হিত ও নিন্দনিয়। তা নিয়ে বিস্তর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এখন আমরা দেখলাম যে, এই হত্যা নানা প্রকার হলেও

বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় মূলত আত্মহত্যা বা Suicide. এখন এই আত্মহত্যা বা suicide কাকে বলে সেটি ব্যাক্ষ্যা করার পূর্বে আমাদের জানা দরকার মানব জীবনের মূল্য কি? এবং হত্যায় দোষ কি? 'জীবন পবিত্র' একথা আমরা প্রায়শই বলে থাকি কিন্তু আমরা যদি মনে করতাম যে, জীবন মাত্রই পবিত্র তাহলে আমরা যে কোন প্রাণকে হত্যা করার সময় তাকে মানুষের মতই মনে করতাম। কিন্তু আদতে আমরা সেটা ভাবিনা।

প্রাচীনকালে পবিত্র শব্দটি ধর্মিয় শব্দের সাথেই যুক্ত হয়ে থাকত। কিন্তু বর্তমানে আমরা যখন মানব জীবনের পবিত্রতা নিয়ে আলোচনা করি এখন সেটি নীতিবিজ্ঞানেরই অন্তর্গত রুপে গৃহিত হয়। আমরা সাধারণত মনে করে থাকি হিংসা ও যুদ্ধ মাত্রই অন্যায় কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা মনে করেন আত্মরক্ষার্থে হত্যা করা অন্যায় নয়। মানবজীবনের একটি বিশেষ মূল্য আছে এবং এই মূল্য অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীর জীবনের মূল্য থেকে স্বতন্ত্র। মানব সম্প্রদায়কে এই সমাজের শ্রেষ্ঠ জীব ও শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় রূপে মনে করা হয়, তাই তার জীবনের মূল্যও অনন্য।

জীব হত্যার নৈতিকতা ও মানবজীবনের বিশেষ মূল্য নিয়ে কিছু দিক তুলে ধরার পর, আমরা এবার আসব আমাদের মূল আলোচনায়, সেক্ষেত্রে প্রথম যে প্রশ্নটি আমাদের মনে জেগে ওঠে সেটি হল আত্মহত্যা কি বা suiside বলতে আমরা ঠিক কি বুঝব?

কোন ব্যক্তি যদি নিজেই নিজের জীবন শেষ করার চেষ্টা করে বা নিজেই কোনভাবে নিজের জীবন নাশ করে তখন তাকে বলে আত্মহত্যা। আত্মহত্যা করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি যদি সফল হয় তাকেও যেমন আত্মহননকারী বলে, সেইরকম যদি কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে গিয়ে সফল হতে না পারে, সেক্ষেত্রেও তাকে আত্মহত্যাই বলা হয়। তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিকে প্রথম ক্ষেত্র থেকে আলাদা করার জন্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিকে বলা হয় চেষ্টিত আত্মহত্যা। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজের আত্মহননকারী। এই প্রকার হত্যায় হত্যাকারীকে দন্ড দেওয়া সম্ভব হয় না এবং ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান অনুসারে ঐ হত্যা নিন্দনিয় কিনা সে ব্যাপারেও মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। আত্মহত্যা এমনই এক হত্যা যেখানে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি অভিন্ন ব্যক্তি। বিশেষ কোন স্বস্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি যখন কোন না কোনভাবে নিজের জীবন নাশ করে তখন সাধারনভাবে তাকে বলা হয় 'আত্মহত্যা'।

দুরখাইম তাঁর suicide' গ্রন্থে আত্মহত্যার চারটি প্রকারের উল্লেখ করেছেন, যথা-
(Altruistic suicide)
প্রথমত, পরকেন্দ্রিক আত্মহত্যা :- ব্যক্তি যখন পরের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে, নিজের ইচ্ছা,অনিচ্ছাকে অবহেলা করে আত্মহত্যা করে, তখন ইহা পরকেন্দ্রিক আত্মহত্যা। যেখানে পর বলতে বোঝায় পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ।

(Egoistic suicide)
দ্বিতীয়ত, অহংকেন্দ্রিক আত্মহত্যা:- আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সামাজিক ধ্যান ধারনা থেকে বিচ্ছিন্ন। সমাজের সাথে যখন ব্যক্তির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,

তখন ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ে। তখন ব্যক্তি যে আত্মহনন ঘটায়, তাকে অহং কেন্দ্রিক আত্মহত্যা বলে।

তৃতীয়ত অধঃপতনজনিত আত্মহত্যা:- কোন ব্যক্তি নীতিভ্রষ্ট হলে তখন সে আত্মগ্লানিতে ভোগে, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করলে পরবর্তী সময়ে অপবাদ, অপযশ ছাড়া তার জীবনে আর কিছুই থাকে না, তখন সেই ব্যক্তি আত্মহনন করলে তাকে অধঃপতনজনিত আত্মহত্যা বলে।

চতুর্থত, অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা:- মানুষের জীবন এক অদৃষ্টের নিয়মে চলে। জীবনের ওঠা, পড়া, ভাল, মন্দ কিছুই মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রনে থাকে না। জীবনে চলার পথে ব্যর্থ হতে হতে মানুষ যখন বিমর্ষ হয়ে পড়ে, তখন সে দিকজ্ঞান হারিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। একেই বলে অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা।

এখন যে প্রশ্নটি আমাদের মনে ভীষণভাবে নাড়া দেয় সেটি হল আত্মহত্যা কি নৈতিক অপরাধ? হত্যা করাকে আমরা নিঃসংকোচে নৈতিক অপরাধ বলে থাকি কিন্তু আত্মহত্যাকে নিঃসংকোচে নৈতিক অপরাধ বলা যায় না। কেননা অন্যের জীবন বা সম্পদের ক্ষতি করার কোন নৈতিক অধিকার আমাদের নেই। আর হত্যার ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির জীবনকেই হতা করা হয়। তাই তা অবশ্যই নৈতিক অপরাধ। কিন্তু আত্মহত্যার ক্ষেত্র অপরের জীবন বা সম্পদের ক্ষতি করা হয়না। এক্ষেত্রে হত্যাকারী ও নীহিত ব্যক্তি একই। তাই তাকে নৈতিক অপরাধ বলা যায় না। নিজের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার অধিকার যেমন ব্যক্তির আছে, সেরকম তাকে বিনষ্ট করার অধিকারও ব্যক্তির আছে। তাই আত্মহত্যাকে আমরা নৈতিক অপরাধ বলতে পারি না।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনে আত্মহত্যার একটি প্রবণতা থাকে। দুরখেইম বলছেন যখন কোন একজন ব্যক্তি এবং তার সাথে সমাজের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। কোনো ব্যক্তির বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে অন্যের স্বার্থে আঘাত না করে। এখন প্রশ্ন হল, কোনো ব্যক্তির কি উদ্দেশ্যজনক ভাবে নিজের জীবন কেড়ে নেবার অধিকার রয়েছে?

সমস্যা হল বিশেষ বিশেষ কোনো ক্ষেত্র বিবেচনা করে যদি আত্মহত্যাকে নৈতিক ভাবে মেনে নেওয়া হয় বা স্বীকৃতী দেওয়া হয়, তাহলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটিত যে কোনো ধরনের হত্যাকেই নৈতিকভাবে স্বীকৃত দিতে হবে। কিন্তু এটা আমাদের নৈতিক বিশ্বাসের বিরোধীতা করে। তাছাড়া পরিবারের কোন সদস্যের বা নিকটাত্মিয়ের আত্মহত্যা সেই পরিবার বা সেই পরিজনদের উপর বিশেষভাবে মানসিক এবং অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক প্রভাব ফেলে। এছাড়া একজন ব্যক্তি যিনি আত্মহত্যা করছেন, তিনি সকলপ্রকার সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে ব্যর্থ হল। সর্বোপরি মানুষ একজন বৌদ্ধিক জীব। তাই আত্মহত্যা নৈতিক ভাবে কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। কারন দেখা পায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্মহত্যার কারনসমূহ যেমন- অবসাদ, মানসিক কষ্ট, আর্থিক অনটন গুলি সবগুলিই সময়ের সাথে সাথে বা কোন

Therapy দ্বারা নিরাময় সম্ভব। এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির জীবন বদলে যেতে পারে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আত্মহত্যাকে সাময়িক সমস্যার চিরন্তন সমাধান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের সকলেরই উচিত সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করা প্রথমে। তাই আত্মহত্যা সার্বিকভাবে অনৈতিক বলেই মনে করা হয়।

অ্যানসিয়েন্ট গ্রীক হিস্ট্রির আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পিথাগোরিয়ানরা আত্মহত্যাকে সমর্থন করতেন না। তাদের মতে ঈশ্বর দেহের মধ্যে আত্মার অবস্থান রেখেছেন পাপের পরিণতি হিসেবে। মানুষের জন্ম আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা জন্মলাভ করি। সুইসাইড একপ্রকার অপরাধ কারন তাতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অমান্য করা হয়। একমাত্র ঈশ্বরই আমাদেরকে দেহ থেকে মুক্ত করতে পারেন।

প্লেটো তাঁর 'কেডো' এবং 'লস' এই দুই গ্রন্থে আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্লেটো, বলছেন, হতে পারে আমাদের এই জীবন দুঃখপূর্ণ কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা করা কখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নয় কারন এটি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটানো একটি কাজ। ঈশ্বর আমাদের রক্ষাকর্তা, আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব যদি আমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে দেই। একমাত্র ঈশ্বরেরই আমাদের জীবন এবং মৃত্যুকে নিঃন্ত্রন করার অধিকার আছে।

এমনকি অ্যারিস্টটলও বলেছেন যে, আত্মহত্যা অন্যায় কারন প্রতিটি ব্যক্তির একটি সামাজিক দায়িত্ব আছে এবং এটি তাদের কর্তব্য সেই দায়িত্ব পালন করা। আত্মহত্যা এই দায়িত্বকে এড়িয়ে যায়। পাশাপাশি, আমাদের সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি একে উপরের উপর নির্ভরশীল। তাই আত্মহত্যা শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, সমাজের জন্যও ক্ষতিকারক।

ধর্মীয় দিক থেকে, খ্রীস্টান ধর্ম অনুসারে আত্মহতা নৈতিকভাবে অপরাধ। বাইবেলের কোন Passage এই আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়নি। St. Thomas Aquinas এই বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমত, প্রাকৃতিক self love যেটার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে আমাদেরকে সংরক্ষণ করা। আত্মহত্যা এই self-love-এর বিরোধিতা করে।

দ্বিতীয়ত, আত্মহত্যা একটি সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি আত্মহত্যা করছেন, তিনি ঐ-সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তি।

তৃতীয়ত, আত্মহত্যা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্যকে নিরোধ করে কারন ঈশ্বর একটি উপহার হিসাবে আমাদের এই জীবন দান করেছেন। এবং এটি একটি অকৃতজ্ঞের মত কাজ করা হয় যদি আমরা সেই জীবনকে নষ্ট করি।

খ্রীষ্টান রীতি অনুসারে আত্মহত্যা প্রাকৃতিক নিয়মকে বিনষ্ট করে। ঈশ্বর যে প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করেছেন জগৎ ও মানব অস্তিত্বের জন্য। Teleological laws are against suicide.

আধুনিক দর্শনে আসলে আমরা দেখতে পাই যে, কান্ট আত্মহত্যার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছেন তার 'Fundamental Principles of the of meta physics of morals' নামক বইতে। কান্ট suicide- এর বিরোধিতা তো করছেনই, তার সাথে তিনি বলছেন কোন ব্যক্তির আত্মহত্যা করার অর্থ তার নিজেকে কোন একটি লক্ষের উপায় হিসাবে বেছে নেওয়া। তিনি বলছেন, একজন ব্যক্তির কখনই নিজেকে একটি উপায় হিসেবে বেছে নেওয়া ঠিক নয়, বরং সকল কাজে নিজেকে মূল উদ্দেশ্য রুপে ব্যবহার করা উচিত। সুতরাং অপর কোন ব্যক্তিকে স্বার্থকতা দেবার লক্ষ্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া নৈতিক ভাবে কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

উপরিউক্ত আলোচনাগুলো থেকে আমরা একথাই বলতে পারি যে, আত্মহত্যা অনৈতিক। এটি একটি কাপুরুষের কাজ। সবথেকে বড় কথা এটি মৃত্যুকে ডেকে আনে। তাই এটি কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়। যেকোন্যে আত্মহত্যা, এবং তার সঙ্গে জড়িত সকল ঘটনাই খুবই দুঃখজনক। যে কোনো একটি ব্যক্তির মৃত্যু মানেই সেটি সমাজের ক্ষেত্রে এক বৃহৎ ক্ষতি।

যদিও উপরিউক্ত সকল আলোচনা থেকে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আত্মহত্যা অনৈতিক, তবুও এমন কিছু ক্ষেত্র আছে, যে সকল ক্ষেত্রে আমরা আত্মহত্যাকে নির্দ্বিধায় অনৈতিক বলে চিহ্নিতকরণ করতে পারিনা। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কাজ যেটিকে আমরা নীতিগত ভাবে অনৈতিক বলে চিহ্নিতকরণ করি কিন্তু সেই একই কাজকে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার পদ থেকে অনৈতিক বলে চিহ্নিতকরণ করা যায় না। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়- আমরা জানি যে মিথ্যা কথা বলা একটি অনৈতিক কাজ। কিন্তু যদি এমন কোন পরিস্থিতি আসে যেক্ষেত্রে একটি মিথ্যা কথা বললে একজনের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে, তখন সেক্ষেত্রে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার দিক থেকে বিবেচনা করে আমরা মিথ্যা কথাকে অনৈতিক বলতে পারি না। ঠিক একইরকমভাবে আত্মহত্যা অনৈতিক কিন্তু যদি এমন কোন ক্ষেত্র যেক্ষেত্রে একটি আত্মহত্যা অনেকটা সুরক্ষা দিয়ে যেতে পারে, তাহলে তখন ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার দিক থেকে বিবেচনা করে আমরা আত্মহত্যাকে কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনৈতিক বলতে পারব না।

যেমন নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, একজন ব্যক্তি তার কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা থেকে আত্মহত্যা করতে পারে। কোন ব্যক্তি মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ভাবতে পারে, তার চিকিৎসার ভার বহন করতে তার পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন সেই মনোভাব থেকে সেই ব্যক্তি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদিও আপাতভাবে তার সিদ্ধান্তকে ভুল মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা গভীরভাবে ভেবে দেখলে তার কাজকে নিদ্ধির্ধায় অনৈতিক বলে ঘোষনা করে দিতে পারিনা। মুলকথা হল যে কোনো কারনই হোক, যখন কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তখন তার পিছনের মূল কারনকে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার পদ থেকে বিচার করে দেখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যখন কোনো অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় কোন ব্যক্তি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়,

তখন আমরা তাকে নির্বিচারে অনৈতিক বলে দিতে পারিনা কারন ঐরকম মানসিক অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত ভাবে ভাবার ক্ষমতা বা সঠিক পথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা কোনো ব্যক্তির থাকে না।

তৃতীয়ও, যুদ্ধক্ষেত্রে এখন কোনো সৈনিক অপরপক্ষের দ্বারা ধরা পড়ে যায় এবং তার নিজের দেশের সমস্ত তথ্যকে শত্রুপক্ষ্যের হাত থেকে গোপন রাখার জন্য সে যখন আত্মহত্যা করে, তখন তার সেই আত্মহত্যাকে অনৈতিক বলা চলেনা।

চতুর্থত, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যখন সক্রেটিসকে Capital Punishment দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি সেটা মেনে নিয়েছিলেন রাষ্ট্রকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে। তাই তিনি হেমলক পান করেন এবং এক অর্থে আত্মহত্যা করেন। সক্রেটিসের এই আত্মহত্যাকে আমরা কোনো ভাবেই অনৈতিক বলতে পারিনা কারন তিনি রাষ্ট্রের আদেশ পালনের উদ্দেশ্যেই এটি করেছিলেন।

উপরের উদাহরণ গুলি হল কয়েকটি উহরণমাত্র যেখানে বলা কঠিন আত্মহত্যা করা মানেই তা সর্বদা অনৈতিক। কিন্তু এই নৈতিকতা এবং অনৈতিকতার প্রশ্নকে বাদ দিয়ে আমার মনে হয় আত্মহত্যা কখনোই কোনো শান্তি বা সহজ সমাধান এনে দিতে পারে না জীবনে। আমাদের জীবনে কোনো সমস্যাই চিরস্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং যে সমস্যা চিরস্থায়ী নয়, তার সমাধানের পথ রুপে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া একেবারেই ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। আমাদের প্রত্যেকের জীবন হল যুদ্ধক্ষেত্রের মত। আর আমরা সকলে হলাম এক একজন যোদ্ধা। ঈশ্বর বলুন বা প্রকৃতি বলুন, আমাদের শারীরীক সক্ষমতা, বুদ্ধি, মানসিক সক্ষমতা, বিচারশক্তি দিয়েছেন। এই প্রত্যেকটিই হল আমাদের এক একটি অস্ত্র। এই সকল অস্ত্রের জোরেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আসা সমস্ত সমস্যার সাথে আমাদের প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হবে। কারোর হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় যতক্ষন পর্যন্ত There is the last Ray of hope. আমাদের কখনোই আশা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় যে আমরা অবশ্যই সমস্যার জয় করতে পারবই।